সংবাদ

28 MAY 2017

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি

আবেদনের বাইরে এক লাখ ২৬ হাজার শিক্ষার্থী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শেষ হলো সারাদেশের কলেজগুলোতে অনলাইন ও এসএমএসে ভর্তির আবেদনের সময়। ভর্তির জন্য আবেদন করেছেন ১৩ লাখ ৫ হাজার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থী। অথচ এবার ১০ বোর্ডে পাস করেছিল ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৬২২ জন। ফলে আবেদনের বাইরে থেকে গেল এক লাখ ২৬ হাজার। ভর্তি নীতিমালা অনুসারে শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত ভর্তিচ্ছুরা আবেদন করেন। এদিকে ৩০ মে পুনঃনিরীক্ষণের ফল পরিবর্তন হওয়া শিক্ষার্থীরা ৩০ ও ৩১ তারিখ ভর্তির আবেদন করতে পারবেন। ৫ জুন প্রকাশ করা হবে ভর্তির ফল বা প্রথম মেধা তালিকা।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেছেন, খুব ভালোভাবে আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আবেদন শেষে যাচাই-বাছাই ছাড়াও পুনঃনিরীক্ষণে ফল পরিবর্তন হওয়া শিক্ষার্থীরা ৩০ ও ৩১ তারিখ আবেদন করবেন। ৩০ তারিখেই পুনঃনিরীক্ষণে ফল প্রকাশ করা হবে। ফলে তারা দুদিন আবেদনের সুযোগ নিতে পারবেন। চেয়ারম্যান জানান, কোন রকমের বিড়ম্বনা ছাড়াই গত ৯ মে থেকে আবেদনের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

আবেদনের : বাইরে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

দেশব্যাপী একযোগে চলেছে নতুন নীতিমালা অনুসারে ভর্তি কার্যক্রম। আবেদনের বিষয়টিতে সার্বক্ষণিক নজর রাখছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. মো. আশফাকুস সালেহীন। আবেদন শেষে শনিবার সন্ধ্যায় তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা টেলিটক মোবাইল ফোনে এসএমএস এবং অনলাইনে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পেরেছেন ভালোভাবেই। কোন বিড়ম্বনা হয়নি। সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত আশাপ্রদ।

কলেজ পরিদর্শক বলেন, আবেদন করেছেন ১৩ লাখ ৫ হাজার জনের মতো। এর মধ্যে অনলাইনে ৯ লাখ ৭৭ হাজার ৭৬০ জন ও এসএমএস করেছেন ৩ লাখ ৫০ হাজার ৮৫০ জন। মোট আবেদনের সংখ্যা ৬২ লাখ ১২ হাজার ৯০০টি। ঢাকা বোর্ডের অবস্থা সম্পর্কে এ কর্মকর্তা জানান, ঢাকা বোর্ডের কলেজে ভর্তিন জন্য আবেদন করেছেন ৪ লাখ ৫৫ হাজার ৫২৪ জন। তারা আবেদন করেছে ২২ লাখ ১০ হাজার ৯৫৯টি। একেক জন শিক্ষার্থী সর্বনিম্ন ৫টি সর্বোচ্চ ১০টি কলেজের অনুকূলে আবেদন করতে পারছে বলে আবেদনের সংখ্যা শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেক বেশি বলে জানান এ কর্মকর্তা।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের বেশি আবেদনের সুযোগ থাকলেও তারা প্রতিবছর কমসংখ্যক কলেজ বেছে নেন। ফলে দেখা যায় অনেককেই বোর্ডের পক্ষে প্রথম পর্যায়ে কলেজ নির্বাচন করে দেয়ার সুযোগ থাকে না। কারণ মেধাবীদের সবার পছন্দ প্রায় একই। অথচ নামিদামি কলেজে আসন খুবই কম। তাই এবার ১০ কলেজে আবেদন করার জন্য শিক্ষার্থীদের বাড়তি উৎসাহ দেয়া হয়েছিল। যদি এবারও শিক্ষার্থীরা গড়ে পাঁচ কলেজে আবেদন করেছে। এ অবস্থায় আগামী ৫ জুন প্রকাশ করা প্রথম মেধা তালিকায় সবার জন্য কলেজ নির্বাচন করা সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে সংশয়ে আছেন বোর্ড কর্মকর্তারা।

এদিকে এবারের আবেদন থেকে আয় হয়েছে ১৮ কোটি ৬২ লাখ ১৭ হাজার ৮০ টাকা। নির্বাচিত হওয়ার পর কলেজ নিশ্চয়ন বাবদ প্রতি শিক্ষার্থীকে ১৮৫ টাকা করে ফি দিতে হবে। এতে বোর্ডগুলোকে আরও দিতে হবে প্রায় ২৪ কোটি টাকা। ফলে ভর্তি ও নিশ্চয়ন থেকেই আয় হবে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। অনলাইন আবেদনে ফি ছিল ১৫০ টাকা। আর এসএমএসে প্রতি কলেজের জন্য ফি লেগেছে ১২০ টাকা করে। ফলে অনলাইনে মাত্র ১৫০ টাকায় ১০ কলেজে আবেদন করা গেলেও এসএমএসে ১০ কলেজে আবেদনের জন্য লেগেছে এক হাজার ২০০ টাকা। কর্মকর্তারা জানিয়েছে, ভর্তি আবেদনে বড় অঙ্কের টাকা আয় হলেও বেশির ভাগ টাকা কলেজ কর্তৃপক্ষকেই দেয়া হয়। কারিগরি সহায়তার জন্য আবেদন ফির ১০ শতাংশ দেয়া হয় বুয়েট কর্তৃপক্ষকে। আর বোর্ডগুলো নেয় ৫ শতাংশ, টেলিটক নেয় ৫ শতাংশ।

আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা খুশি হলেও চিন্তিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করা ১ লাখ ২৬ হাজার শিক্ষার্থীর আবেদন না করার ঘটনায়। পাস করা সব শিক্ষার্থীরই কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা। এজন্য তাদের করতে হবে সরকারি নিয়ম মেনে আবেদনও। সময় শেষ হওয়ার পর এ বিষয়ে কাজ করতে চায় শিক্ষা বোর্ড।

তবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মো. আশফাকুস সালেহীন অতীত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে অবশ্য বলছেন, প্রতিবছরই দেখা যায় প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী কলেজ ভর্তির আবেদন করেন না। এবারও তেমনই হয়েছে। আসলে অনেকেই আছেন যারা এসএসসি পাস করার পর অন্য কোন কাজে যোগ দেয়। অনেকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়। এমন নানা কারণে অনেকে সাধারণ শিক্ষায় থাকে না। ফলে সংখ্যাটা কমে যায়।

এমনটা মনে করেন শিক্ষা বোর্ডের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিশেষজ্ঞরাও। এই সময়ে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে মন্তব্য করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও দেশের অন্যতম বৃহত কলেজ বিএল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ সাদিক জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলছিলেন, প্রায় প্রতিবছরই এসএসসি ও এইচএসসি পাস করার পর অনেকের পড়ালেখা আর চালু রাখা সম্ভব হয় না। অনেক মেয়েরই এ সময় বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আর পড়ালেখা আগানো সম্ভব হয় না। সব মিলিয়ে অনেক শিক্ষার্থী এসএসসি পাস করেও কলেজে ভর্তি হয় না। এ বিষয়টি নিয়ে অনেক কাজ করার আছে বলেও মত দেন এ শিক্ষক। তবে এক সময় অনেকের লেখাপড়া আর আগায় না। আবার অনেকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়। এমন নানা কারণে অনেকে সাধারণ শিক্ষায় থাকে না।

অন্যদিকে ভর্তিতে নানা সংকটের অভিযোগ তুলেছেন কোন কোন কলেজের অধ্যক্ষ ও ভর্তিচ্ছুরা। অভিযোগ এনেছেন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতারণার। রাজধানীর মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের মালিক ও শামসুল হক খান কলেজের অধ্যক্ষ ড. মো. মাহবুবুর রহমান বলছেন, শিক্ষা বোর্ড আসন কমিয়ে দিয়েছে। এতে ভর্তির জন্য চাপ সামলাতে পারছেন না তারা। কত আসন কমিয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে বাণিজ্যে ৫০টি আসন কমানো হয়েছে তার কলেজে। বিজ্ঞানে অবশ্য কমানো হয়নি। শিক্ষার্থী ভর্তি হয় না তাই কমানো হয়েছে জানানো হলে তিনি বলেন, যাদের হয় না তাদের বিষয় আলাদা হতে পারে। আমাদেরতো শিক্ষার্থী হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান এ বিষয়ে বলেন, একটা কথা কেউ বললেইতো হবে না। আমরা দেখেছি একেক প্রতিষ্ঠানের ৫০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত আসন নিয়ে আছে। অথচ গেল বছর ভর্তি হয়নি ১০ জনও। আসন আছে ৫০০ অথচ শিক্ষার্থী পেয়েছি ৯ জন, ১১ জন। এভাবে আসন রাখার মানে কি? কিভাবে এরা আসন পায়। এসব নিয়ে শক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.................................

পরিসংখ্যান বিভাগ	
ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে